بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

আযীযম রেযা সেলীম জামেয়া পাশ করার পূর্বেই উত্তম মুরুব্বী এবং মুবাল্লিগ ছিল। খিলাফতের জন্য অশেষ আত্মাভিমান রাখতো। আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীর বিভিন্ন জামেয়ার সকল ছাত্রদের তৌফিক দিন তারাও যেন নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততায় অগ্রগামী থাকে এবং নিজেদের দায়িত্ব পালনকারী হয়।

বিনয়, উন্নত আচার-ব্যবহার, ধর্মীয় আত্মাভিমান, খিলাফতের সাথে সম্পর্ক এবং ভালোবাসা, আতিথেয়তা, আবেগ অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, এসব তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। রসূলে করীম (সা.)-এর উক্তি অনুসারে এমন মানুষ সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে যাদের জন্য জান্নাত আবশ্যক হয়ে যায়।

জামেয়া আহ্মদীয়া ইউ. কে- এর এক কৃতি ছাত্র রেযা সেলীমের মৃত্যুতে তার ঈমান বর্দ্ধক প্রশংসা সূচক গুণাবলীর বর্ণনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৬-এর জুমআর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,এই পৃথিবীতে আগমনকারী প্রত্যেক মানুষেরই একদিন এখান থেকে বিদায় নিতে হবে। বরং কোন বস্তুই স্থায়ী নয়। কতক একান্ত শৈশবেই আল্লাহ্ তা'লার কাছে ফিরে যায় এবং আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে নিজের কাছে ডেকে নেন। আরকতক যৌবনে,কতক বৃদ্ধ বয়সে আর কতক চরম বার্ধক্যে পৌঁছে, । কিন্তু কিছু সত্তা বা কতক ব্যক্তিত্ব এমন হয়ে থাকে যাদের এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়া এবং ইন্তেকালে শোক এবং দুঃখে জর্জরিত মানুষের গন্ডী অনেক বিস্তৃত হয়ে থাকে। আর এমন কোন প্রিয় ব্যক্তিত্ব যদি যৌবনে এবং আকস্মিকভাবে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় তাহলে দুঃখ এবং বেদনা সীমা ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু খোদা তা'লা আমাদের প্রতিটি কষ্ট আর সমস্যা এবং আক্ষেপ ও দুঃখ-বেদনার মুখে খোদার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকার জন্য 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিওন'-এর দোয়া শিখিয়েছেন, অর্থাৎ আমরা খোদা তা'লারই, আর তাঁর দিকেই আমরা প্রত্যাবর্তনকারী। আর যখন এই পৃথিবী থেকে বিদায়ী ব্যক্তির নিকটাত্মীয়রা পরম ধৈর্য্য প্রদর্শন করে এবং এই দোয়া পড়ে তখন আল্লাহ্ তা'লা যেখানে মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করেন সেখানে ছেড়ে যাওয়া শোকাভিভূত আত্মীয় স্বজনের আন্তরিক প্রশান্তিরও ব্যবস্থা করেন। সম্প্রতি আমাদের অতীব প্রিয় এক স্নেহভাজন, জামেয়া আহমদীয়া ইউ কে-র ছাত্র রেযা সেলীম এক দুর্ঘটনার ফলশ্রুতিতে ২০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন'। একজন প্রিয়ভাজন, তার এক বন্ধু আমাদের জানিয়েছেন যে, তিনি ইন্তেকালের সংবাদ পাওয়ার দু'ঘন্টার ভিতর নিজ স্ত্রীসহ সমবেদনা জানানোর উদ্দেশ্যে মরহুমের পিতা-মাতার কাছে যান। তিনি বলেন যে, আমার স্ত্রীর আশ্চর্য্যের কোন সীমা ছিল না যখন মরহুমের মা বলেন যে, সে আমার বড়ই প্রিয় সন্তান ছিল, কিন্তু যিনি তাকে ডেকে নিয়েছেন তিনি তার চেয়েও বেশি প্রিয়। এই হলো সেই মু'মিন সুলভ উত্তর যা আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারীদের মাঝে দেখতে পাই। কোন হৈচৈ বা আহাজারি নেই। হ্যাঁ, আক্ষেপ বা দুঃখ হয়, যার বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ মানুষ কাঁদেও এবং দুঃখের আতিশয্যও হয়ে থাকে বা থেকে থাকে। আর মায়ের চেয়ে বেশি যুবক ছেলের কষ্ট আর কে অনুভব করতে পারে বা মায়ের চেয়ে বেশি সন্তানের মৃত্যু বেদনায় কে জর্জরিত হতে পারে? বা পিতার চেয়ে অধিক কে তার যুবক ছেলের ইন্তেকালের বেদনা অনুভব করতে পারে? পিতা সম্পর্কেও আমাকে বলা হয়েছে যে, দুর্ঘটনার সংবাদ শুনতেই চরম শোকে তিনি মুহ্যমান ছিলেন, কাঁদছিলেনও কিছুক্ষণ পর যখন মৃত্যুর নিশ্চিত সংবাদ আসে যে, ইন্তেকাল করেছেন, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়ে তখন তিনি শান্ত হয়ে যান।

অতএব এই হলো প্রকৃত মু'মিন সুলভ শান বা মর্যাদা। যুবক সন্তানের আকস্মিক মৃত্যুকে এত স্বল্প সময়ে ভোলানো যদিও সম্ভব নয় কিন্তু একজন মু'মিন খোদার দরবারে উপস্থিত হয়ে তার বেদনা বর্ণনা করে, ক্রন্দনও করে, আর হৃদয়ের প্রশান্তি এবং মরহুমের মর্যাদার উন্নতির জন্য দোয়াও করে থাকে। আমি জার্মানীর সফরে ছিলাম। আমার ফিরতি সফরও সেই দিনই আরম্ভ হয়। যাত্রা আরম্ভ করার পূর্বেই আমি সংবাদ পাই যে, দুর্ঘটনা ঘটেছে। আর পথিমধ্যে ইন্তোকালেরও সংবাদ আসে। তখন প্রিয়ভাজনের চেহারা বারংবার আমার চোখের সামেন ভাসতে থাকে।

দোয়ার তৌফিকও পেতে থাকি। সে অত্যন্ত প্রিয় এবং আদরের এক যুবক ছিল। জামেয়া আহমদীয়ার ইউ কে-র ছাত্ররা যেহেতু রীতিমত আমার সাথে সাক্ষাত করে থাকে তাই তাদের সবার সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং পরিচিতিও রয়েছে। মুলাকাতের সময় আমার কাছে কিছু সময় থাকলে তারা আমার সাথে প্রশ্ন উত্তরও করে থাকে। আমার সাথে এই যুবকের শেষ যে সাক্ষাত হয় তখন তার মাথায় কিছু প্রশ্ন ছিল যার উত্তর দিতে কিছু সময়ও লেগেছে। আমি তাকে বিস্তারিত বুঝিয়েছি। তার পিতার বলার পর আমার মনে পড়ে যে, এই সাক্ষাতের পর স্নেহের রেযা খুবই সন্তুষ্ট এবং আনন্দিত ছিল যে, আজকে মোটামুটি ১৫/১৬ মিনিটের সাক্ষাতে আমার প্রশ্নের বিশদ উত্তর আমি পেয়েছি। সবসময় তার চোখে খিলাফতের জন্য বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার এক চমক বা ঔজ্জ্বল্য বিরাজ করতো। সে যখন জামেয়ায় ভর্তি হয় তখন আমার ধারণা ছিল যে, হয়তো খেলা তামাশা বা ক্রিড়া কৌতুকেই তার আগ্রহ বেশি। কিন্তু এই ছেলে আমার ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে ভুল প্রমাণ করেছে। পড়ালেখায়ও বুদ্ধিমান প্রমাণিত হয়েছে, নিঃসন্দেহে খেলাধূলায় তার আগ্রহ ছিল কিন্তু নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততারও ক্ষেত্রেও সে যোজন যোজন এগিয়ে ছিল। এক আন্তরিক প্রেরণায় সমৃদ্ধ ছিল যে, খিলাফত এবং ধর্মের সুরক্ষার জন্য আমি নগ্ন তরবারি হয়ে যাব। আর তার কতিপয় বন্ধু যেভাবে কতক অবস্থা তুলে ধরেছেন তা থেকে প্রতিভাত হয় যে, সে এটি করেও দেখিয়েছে। তার বহু বন্ধু, সহপাঠি, জামেয়ার ছাত্ররা, ভাই-বোন এবং পিতা-মাতা আমার কাছে তার গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন। একটি কথা প্রায় সকলেই লিখেছে যে, বিনয়, উন্নত আচার-ব্যবহার, ধর্মীয় আত্মাভিমান, খিলাফতের সাথে সম্পর্ক এবং ভালোবাসা, আতিথেয়তা, আবেগ অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, এসব তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। রসূলে করীম (সা.)-এর উক্তি অনুসারে এমন মানুষ সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে যাদের জন্য জান্নাত আবশ্যক হয়ে যায় এবং সবাই যাদের প্রশংসা করে থাকে। এই যুবক ধর্ম সেবার এক বিশেষ চেতনা এবং প্রেরণায় সমৃদ্ধ ছিল। আর খেলাধূলা এবং হাইকিংয়ে হয়তো এজন্য অংশ নিত কেননা ধর্ম সেবার জন্য সুস্থ্য দেহ আবশ্যক। তার বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে এই প্রিয় যুবক সম্পর্কে যারা লিখেছেন তদের প্রতিটি কথা তার সুন্দর গুণাবলীর পরিচায়ক। স্নেহের রেযা সেলীম আমাদের প্রাইভেট সেক্রেটারী অফিসের কর্মী সেলীম জাফর সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি ২০১৬ সনের ১০ই সেপ্টেম্বর ইতালীতে হাইকিংয়ের সময় এক দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেছেন'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিওন'। তিনি ১৯৯৩ সনের ২৭শে সেপ্টেম্বর যুক্তরাজ্যের গিলফোর্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ওয়াকফে নও তাহরীকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাদের বংশে আহ্‌মদীয়াত প্রবেশ করে তার বড় দাদা জনাব আলাদ্বীন সাহেবের মাধ্যমে যার সম্পর্ক ছিল কাদিয়ানের নিকটবর্তী একটি গ্রামের সাথে। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন। এই স্নেহভাজন ২০১২ সনে জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হন। তিনি তার বংশের প্রথম মুবাল্লিগ হতে যাচ্ছিলেন আর দরজায়ে সালেসা পাশ করে রাবেয়ায় উত্তীর্ণ হতে যাচ্ছিলেন। মরহুম মূসীও ছিলেন। তিনি ওসীয়্যত ফর্ম পূরণ করেছিলেন যার মঞ্জুরীর কার্যক্রম চলছিল, এতে আমি কারপরদাযকে লিখেছি যে, তার ওসীয়্যত আমি মঞ্জুর করছি। পিতা মাতা ছাড়া তার দুই ভাই এবং দুই বোন রয়েছে।

সেলীম জাফর সাহেব লিখেন, সে আমার বড়ই স্নেহের সন্তান ছিল,বহু গুণাবলীর আধার ছিল। তিনি বলেন,এর মাঝে কয়েকটির কথা আমি উল্লেখ করছি, সবসময় সত্য বলতো। কোন ভুল হলে গোপন করতো না। বকা ঝকার ভ্রুক্ষেপ করতো না। ভুল স্বীকার করা এবং সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা তার অভ্যাস ছিল। শিশুদের খুবই ভালোবাসতো। বোনের সন্তানদের প্রতি তার গভীর স্নেহ ছিল। তার বোন নিজ সন্তানদের বকা ঝকা করলে তিনি এতই স্পর্শকাতর ছিলেন যে, নিজেই কেঁদে ফেলতেন, এবং বলতেন যে, বাচ্চাদের বকাঝকা করলেই সংশোধন হয়ে যায় না। অন্যদের ভালো জিনিস দিয়ে আনন্দিত হতো। তাকে যদি হোস্টেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোন খাবার জিনিস দেওয়া হতো তাহলেপর্যাপ্ত হলে নিয়ে যেত যে, আমার রুমমেটদের জন্যও যেন পর্যাপ্ত হয় নতুবা রেখে যেতো এবং বলতো যে, আমি লুকিয়ে কিছু খেতে পারবো না। বন্ধুদের কাপড় চোপড়ও অনেক সময় ঘরে নিয়ে আসতো যে, এগুলো বন্ধুদের কাপড়, ধুয়ে ইস্ত্রী করে দিন। ভাইবোনদের সাথে গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। পুরো দায়িত্ববোধের সাথে সবার কাজ করা আর সেবা করা তার রীতি ছিল। তিনি নিজের জন্য নিঃসন্দেহে হাতকে নিয়ন্ত্রণ করতেন, কার্পণ্য বলা উচিত নয়, তবে অপব্যায় করতেন না।কিন্তু অন্যদের জন্য তার হাত ছিল উন্মুক্ত। ওসীয়্যতও করেছিলেন, আমি যেভাবে বলেছি, আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তার ওসীয়্যত মঞ্জুরও হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং খিলাফতের প্রতি আকুল ভালোবাসা ছিল। খিলাফতের বিরোধী কোন কথা শোনা পছন্দ করতেন না। আর কোন বাজে কথা শুনলে নীরব থাকতেন না। যেহেতু খুবই ধৈর্য্যশীল ছিলেন, কখনো কিছু চাইতেন না, তাই তার অভাব বা চাহিদার প্রতি আমাদেরই সজাগ থাকতে হতো। পড়ালেখার সময়, যুক্তরাজ্যের বাইরের ছেলেদের বিশেষ করে ইউরোপ থেকে যারা আসে তাদের ইংরেজীর ক্ষেত্রে সাহায্য করতো। রাগ নামের কিছু তার মাঝে ছিলই না। সর্বদা তাকে হাসিখুশিই দেখেছি। এই কথাটি সবাই লিখেছে। রীতিমত নামায পড়তো। এছাড়া তার পিতা এটিও লিখেছেন যে, একবার ওয়াকফে আরযির জন্য সে ম্যানচেস্টার গিয়েছিল। ফিরে আসার দিন কেউ তার পকেটে

একটি খাম দিয়ে দেয়। সে খুলে দেখে যে, তাতে কিছু টাকা রয়েছে। রেযা তখন হাসিমুখে কৃতজ্ঞতার সাথে সেই টাকা ফেরত দেয় এবং বলে যে, আঙ্কেল! এটি গ্রহণ করা আমাদের জন্য নিষেধ। কয়েক দিন পর সেই ব্যক্তি আমাকে চিঠিও লিখে যে, এক ছোট বালক যে মুরুব্বী হচ্ছে বা মুরুব্বী প্রশিক্ষন নিচ্ছে, সে এখানে এসেছিল আর আমাদের সবাইকে আশ্চর্যান্বিত করে চলে যায়। তিনি লিখেন যে, যদি এমন সন্তানরা মুরুব্বী হয় তাহলে জামাতে অবশ্যই আধ্যাত্মিক পরিবর্তন আসবে কেননাতাকে টাকা দেয়া হয়েছিল কিন্তু সে তা নিতে অস্বীকার করে আর অত্যন্ত কষ্ট করে সে নিজের দায়িত্ব পালন করেছে।

তার মা লিখেন যে, আমার পুত্র পিতা-মাতা এবং জামাতের প্রতি ছিল আনুগত্যশীল। আমার সাথে তার গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। এমনিতে তো সব পিতা মাতার সাথেই সন্তানদের ভালোবাসার সম্পর্ক থেকে থাকে কিন্তু তার ভালোবাসার ধরণ ছিল অভিনব। অত্যন্ত যত্নবান, মান্যকারী, তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়েও খুবই শ্রদ্ধার সাথে কথা বলতো। ছোট বড় সবার সাথে ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করতো। ঘরের কাজে আমাকে সাহায্য করতো। যখনই ঘরে থাকতো কিছুক্ষণ পরপর জিজ্ঞেস করতো, আপনি কি ক্লান্ত, আমি কি সাহায্য করবো। আমাকে কখনো দুশ্চিন্তাগ্রস্থ দেখা পছন্দ করতো না আর এটি বলতো যে, আপনার চোখে আমি যেন পানি না দেখি। জামেয়া থেকে আসতেই ঘরের সবাইকে জিজ্ঞেস করতো, পুরো সপ্তাহ সবাই কেমন ছিলেন। গভীর আগ্রহের সাথে সবার খোঁজ খবর নিত। তার বয়স যখন খুব কম ছিল তখন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.) ইসলামাবাদ গেলে স্কুল থেকে ফিরতেই ছুটে যেত যে, আমি হুযূরের সাথে সাক্ষাত করতে যাচ্ছি আরএকইসাথে তার সাথে ভ্রমণও করবো। ডাক্তার নুসরাত জাহান সাহেবা রাবওয়ার অধিবাসীনি, তিন অসুস্থ্য আর আজকাল এখানেই আছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকেও আরোগ্য দান করুন। সেলীম সাহেবের ঘরের সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। সেলীম রেযা বলতো যে, আমি তার জন্য অনেক দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা তাকে আরোগ্য দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য সেলীম রেযার দোয়া গ্রহণ করুন। তিনি আরো লিখেন যে, জুমুআর দিন আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার ঘরে অনেক মানুষ আসছে আর অনেক ছবি নেয়া হচ্ছে। আমি গভীর দুশ্চিন্তার সাথে জেগে উঠিআর আমার স্বামীকে বলি যে, আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি যার কারণে আমি খুবই ভীত। এই স্বপ্নের অর্থ আমার কাছে ভালো মনে হচ্ছে না, আপনি সকালেই সদকা দিন। তিনি বলেন, অফিসে গিয়েই সদকা দিয়ে দিব। কিন্তু তার পূর্বেই এই দুঃখজনক সংবাদ আসে। তার মা বলেন, যখনই আমি তাকে কোন কাপড় কিনে দিতাম সে আনন্দের সাথে তা পরিধান করতো এবং খুব প্রশংসা করতো। আতিথেয়তার বৈশিষ্ট্যে অনেক অগ্রগামী ছিল। কেউ তাকে একবার আমন্ত্রণ করলে ভুলতো নাআর যখনই তার সাথে সাক্ষাৎ হতো বা কেউ ইসলামাবাদ আসলে তাৎক্ষনিকভাবে ঘরে এসে বলতো যে, অমুক অমুক ব্যক্তিরা এসেছেন, খাবার রান্না করুন এবং তাদেরকে খাবার দাওয়াত দিন। জামাতের ব্যবস্থাপনার প্রতিটি ক্ষুদ্র নির্দেশও মেনে চলার চেষ্টা করতো। তার মা বলেন, একবার আমাকে বলে যে, আমার ইচ্ছা হয় যেন খুব ভালো মুরুব্বী হয়ে জামাতের অনেক তবলীগ করতে পারি। আমি এত আহমদী বানাতে চাই যা দেখে আমার প্রতি আপনার গর্ব হবে।

তার বোন রাফিয়া সাহেবা বলেন, সে আমাদের বড়ই স্নেহের ভাই ছিল। যদিও ছোট ছিল কিন্তু তার চিন্তাধারা ছিল অতি গভীর। ছোট হয়েও সবার প্রতি যত্নবান ছিল। সকল বয়সের মানুষের সাথে তাদের বয়স অনুপাতে কথা বলতো। আজ পর্যন্ত কারো মনে সে আঘাত করেনি। সব কথা ভদ্রতার সাথে শুনতো এবং সশ্রদ্ধ উত্তর দিত। তার ভাই আসাদ সেলীম সাহেব বলেন, খুবই সরল প্রকৃতির মানুষ ছিল। সোজা ও পরিষ্কার কথা বলতো। সম্প্রতি আমরা তাকে একটি নতুন গাড়ি কিনে দিয়ে সারপ্রাইজ দিই। রেযা সর্বপ্রথম এই গাড়ি সম্পর্কে যা জিজ্ঞেস করে তা হলো এর মূল্য কত, এবং বলে যে, মুরুব্বী হিসেবে আমার সাদামাটা জীবন যাপন করা উচিত, আর বেশি দামী জিনিস নেওয়া উচিত নয়। তার বোন আমাতুল হাফিয সাহেবা লিখেন, তার একটি বৈশিষ্ট্য হলো কারো সমালোচনা শুনা পছন্দ করতো না। আর তার একটি গুণ হলো মানুষের নেতিবাচক ধ্যান ধারণাকে ভালো ধারণায় পরিবর্তন কর দিতো। তার কথা ছিল, মানুষের ভালো গুণাবলীর ওপর আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত, তাদের দোষ ত্রুটি সম্পর্কে আলোচনা করার পরিবর্তে তাদের জন্য দোয়া করা উচিত। তার সরলতার একটি দৃষ্টান্ত হলো মা ঈদে তার জন্য নতুন কাপড় ক্রয় করলে সেই কাপড় পরে সে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হতো যে, এই কাপড়ে কোথাও আবার অপ্রয়োজনীয় কৃত্রিমতা বা লোক দেখানো ভাব না প্রকাশ পায়। তাই কোন পুরোনো কাপড় বা জ্যাকেট ইত্যাদি সেই নতুন কাপড়ের ওপর পরে নিতো।

জামেয়া আহমদীয়ার শিক্ষক কুদ্দূস সাহেবও সাথে ছিলেন এই সফরে। কুদ্দূস সাহেব লিখেন যে, ক্লাসে সবার আগে মনোযোগ সহকারে বসতো। সর্বদা হাসিমুখে কথা বলতো। সে কোন সময় রাগ প্রকাশ করেছে বলে আমার মনে পড়ে না বরং সবসময় অন্যদের সাহায্যের চেষ্টায় থাকতো। ক্রিকেট খেলার প্রতিও আগ্রহ ছিল। কিন্তু স্কোর ইত্যাদি দেখতে হলেও সর্বদা শিক্ষকের অনুমতি নিয়েই ক্লাস থেকে যেত। অনুরূপভাবে জামেয়ার আরেকজন শিক্ষক জহীর খান সাহেব লিখেন, গত দু'বছর থেকে রেযার ক্লাসকে পড়ানোর তৌফিক পাচ্ছিলাম। অধম এই যুবকের মাঝে একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য এটি দেখেছি যে,তার ওপর যেই কাজই ন্যাস্ত করা হতো, সে কঠোর পরিশ্রম, একাগ্রতা এবং দায়িত্ববোধের

চেতনা নিয়ে তা পালন করতো। অনেক সময় দেখি যে, সেই কাজে নিয়োজিত অন্য ছাত্ররা এদিক সেদিক চলে গেলেও সে একাই সেই কাজ করে চলেছে। আর যতক্ষণ কাজ শেষ না হতো সে নিজ সাধ্য অনুসারে সেই কাজে লেগে থাকতো। রেযা সেলীমের একটি আকর্ষনীয় বৈশিষ্ট্য হলো সে কখনো অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতো না। যখনই কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতো সচরাচর তা পাশ্চাত্যে ইসলাম এবং আহমদীয়াতের ওপর যে সব আপত্তি হয় সে সংক্রান্ত প্রশ্ন হতো। আর অনেক সময় বলতো যে, তার কোন অ-মুসলিম বা অ-আহমদী বন্ধুর সাথে কথা হয়েছে এবং সে এই প্রশ্ন করেছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তার হৃদয়ে ইসলাম এবং আহমদীয়াতের সুরক্ষা এবং এর বিরুদ্ধে উত্থিত আপত্তি খন্ডনের জন্য এক শিখা/স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে রেখেছিলেন।

অনুরূপভাবে জামেয়ার শিক্ষক সৈয়্যদ মাশহুদ আহমদ সাহেব লিখেন, সে টিউটোরিয়াল গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত ছিল। পড়াশুনার পাশাপাশি ইন্টেলেকচুয়াল/ইলমী এবং ব্যায়াম ইত্যাদি প্রতিযোগিতায়ও গভীর আগ্রহ ছিল। তার সাধারণ জ্ঞান বা জেনারেল নলেজ অন্যান্য ছাত্রের তুলনায় অনেক ভালো ছিল। অনুরূপভাবে তিনি বলেন যে, গত বছর বয়াতবাজি অর্থাৎ কবিতা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য রেযা প্রায় পাঁচ শতাধিক পঙক্তি মুখস্থ করে। আর এটি এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যে, পঙক্তি মুখস্থ করার পূর্বে, শুধু মুখস্থই করতো না বরং এর বিষয়বস্তুও বোঝার চেষ্টা করতো আর এর জন্য সিনিয়র ছাত্র এবং শিক্ষকদেরও সাহায্য নিত। তিনি আরো লিখেন, রেযা সেলীমের তবলীগের প্রতি গভীর আগ্রহ ও একাগ্রতা ছিল। গত বছর ওয়াকফে আরযীর জন্য তাকে ওলভার হ্যাম্পটন জামাতে পাঠানো হয়। সেখানে লিফলেট বিতরণ করা ছাড়াও স্থানীয় জামাতের সদস্যদের সাথে বেশ কিছু তবলীগি স্টলও সে করেছে। সেই সময় এক ইংরেজের সাথে তার সাক্ষাত হয় যে খুবই সক্রিয় খ্রিস্টান ছিল। স্নেহের রেযা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর গবেষণার আলোকে সেই ব্যক্তিকে হযরত ঈসা (আ.)-এর ক্রুশ থেকে মুক্তি লাভ এবং কাশ্মীরের দিকে হিজরতের কথা অবহিত করলে সে খুবই আশ্চর্য হয়।

অনুরূপভাবে জামেয়ার শিক্ষক মনসুর জিয়া সাহেব লিখেন, খিলাফতের সাথে তার গভীর সম্পৃক্ততা, সংশ্লিষ্টতা এবং ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো যখনই ক্লাসে খলীফাতুল মসীহ্র খুতবার কথা বলেছি আর খুতবার প্রেক্ষাপটে কিছু জিজ্ঞেস করতাম তখন অনেক কথা তার মুখস্থ থাকতো। সেমনোযোগ সহকারে খুতবা শুনতো।

অতএব এমনই আরো বহু ঘটনা মানুষ তার সম্পর্কে লিখেছে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তাঁর প্রিয়দের মাঝে স্থান দিন। এই বালক যেভাবে আমি বলেছি জামেয়া পাশ করার পূর্বেই উত্তম মুরুব্বী এবং মুবাল্লিগ ছিল। খিলাফতের জন্য অশেষ আত্মাভিমান রাখতো। আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীর বিভিন্ন জামেয়ার সকল ছাত্রদের তৌফিক দিন তারাও যেন নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততায় অগ্রগামী থাকে এবং নিজেদের দায়িত্ব পালনকারী হয়। স্নেহের রেযার বন্ধুরা যেন কেবল তার গুণাবলীই বর্ণনা না করে বরং বন্ধুত্বের দাবি হলো তার গুণাবলী অবলম্বন করে নিজেদের সকল শক্তি ও সামর্থ্য ধর্মের সেবায় নিয়োজিত করে, আরআমারও এবং ভবিষ্যতে আগত খলীফাদেরও যেন সর্বদা সর্বোত্তম সাহায্যকারী এবং সুলতানে নাসীর হস্তগত হতে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা তার পিতা মাতা এবং ভাইবোনদেরওআন্তরিক প্রশান্তি দান করুন। আর খোদার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থেকে যেইধৈর্য্য তারা প্রকাশ করেছেন এর ওপর যেন সবসময় প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেন আর খোদার কৃপাবারি যেন লাভ করতে পারেন।আল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যতের সকল পরীক্ষা এবং সমস্যা থেকে তাদেরকে রক্ষা করুন। নামাযের পর ইনশাআল্লাহ্তা'লা জানাযা হাযের হবে। আমি বাইরে গিয়ে জানাযা পড়াব, বন্ধুরা এখানেই সারিবদ্ধ থাকবেন।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba), Bangla 16th Sep, 2016

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B